তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৩৫

**মহান আল্লাহতায়ালা বাংলাদেশেকে করোনা মহামারির ভয়াবহ পরিণতি হতে রক্ষা করেছেন**

 **-- ধর্ম প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ ফাল্গুন (৩ মার্চ) :

 ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, মহান আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও তাঁর প্রিয় বান্দাদের দোয়ার বরকতে বাংলাদেশেকে করোনা মহামারির ভয়াবহ পরিণতি হতে রক্ষা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোভিড-১৯ করোনা মহামারি পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের হিফজ মাদ্রাসাসমূহ খোলা রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন।

 প্রতিমন্ত্রী আজ জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ সাহানে আন্তর্জাতিক ক্বিরাত সংস্থা বাংলাদেশ আয়োজিত আন্তর্জাতিক ক্বিরাত সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের সকল তরুণ ও যুব সম্প্রদায় বিশেষ করে বাংলাদেশের তরুণ যুবকদের মধ্যে পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াতকে জনপ্রিয় করে তোলা, কুরআনভিত্তিক জীবন গঠনে আগ্রহ সৃষ্টি এবং এর প্রচার ও প্রসারে আজকের আন্তর্জাতিক ক্বিরাত সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠাসহ অনেক অবদান রেখে গেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারও ইসলামের খেদমতে অসংখ্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। তিনি দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় ১টি করে মোট ৫৬০টি মডেল মসজিদ নির্মাণ করেছেন। তিনি হজ ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন, মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন সহ ইসলামের খেদমতে অনেক কাজ করে যাচ্ছেন।

 আন্তর্জাতিক এ কিরাত সম্মেলনে বাংলাদেশ, মিশর, ইরান, তুরস্ক, আফগানিস্তান সহ বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক ক্বারী সাহেবগণ পবিত্র কুরআন থেকে সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন।

#

আনোয়ার/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/২২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৩৪

**উন্নত, সমৃদ্ধ ও বিজ্ঞানমনস্ক দেশ গড়ে তুলছেন শেখ হাসিনা**

 **-- শ ম রেজাউল করিম**

পিরোজপুর, ১৮ ফাল্গুন (৩ মার্চ) :

 মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নত, সমৃদ্ধ ও বিজ্ঞানমনস্ক দেশ গড়ে তুলছেন। দেশ আজ উন্নয়নের অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে বদলে যাওয়া বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে জাতিসংঘের চূড়ান্ত সুপারিশ লাভ করেছে। দেশের উন্নয়নের সকল কৃতিত্ব শেখ হাসিনার।

 আজ পিরোজপুরের নাজিরপুর স্টেডিয়ামে সফল রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের বিগত দুই বছরের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার ধারাবাহিকতায় পিরোজপুর-১ আসনের উন্নয়ন ও সম্ভাবনার দুই বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 এ সময় শ ম রেজাউল করিম আরো বলেন, আমি নির্বাচিত সংসদ সদস্য হিসেবে পিরোজপুরের মানুষের কাছে দায়বদ্ধ। পিরোজপুর-১ আসনে ২ হাজার ৫ শত ৮৯ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার অধিক অর্থমূল্যের উন্নয়ন প্রকল্প আমরা বিগত দুই বছরে পেয়েছি। এর বাইরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, অর্থনৈতিক অঞ্চল, হাউজিং, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, হর্টিকালচার সেন্টার, কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ অনেক প্রতিষ্ঠান পেয়েছি। পিরোজপুরে আমরা ব্রডগেজ রেল লাইন নিয়ে আসছি।

 নাজিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মনীন্দ্রনাথ মজুমদারের সভাপতিত্বে সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ শাহ আলম, নাজিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ ওবায়দুর রহমান, নাজিরপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অমূল্য রঞ্জন হালদার, কেন্দ্রীয় মহিলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক রোজিনা নাসরিন, পিরোজপুর জেলা যুবলীগের সভাপতি আক্তারুজ্জামান ফুলুসহ পিরোজপুর জেলা আওয়ামী লীগ, বিভিন্ন উপজেলা আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এসময় জনসভায় উপস্থিত ছিলেন।

 এ সময় পিরোজপুর-১ নির্বাচনি এলাকার পিরোজপুর সদর, নাজিরপুর ও নেছারাবাদে বিগত দুই বছরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, অবকাঠামো, যাতায়াতসহ অন্যান্য খাতে উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরেন মন্ত্রী।

#

ইফতেখার/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/২২২০ ঘণ্টা

​তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৩৩

**কক্সবাজার ইনডোর স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী**

কক্সবাজার, ১৮ ফাল্গুন (৩ মার্চ) :

 কক্সবাজার ইনডোর স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল। এ সময় তিনি কক্সবাজার বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়ন কাজেরও উদ্বোধন করেন।

 প্রতিমন্ত্রী আজ কক্সবাজার বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন স্টেডিয়ামে এ সকল কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

 অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, কক্সবাজারের পর্যটনকে বিকশিত করতে স্পোর্টসকে কাজে লাগাতে হবে। আর এ জন্য প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে এখানে শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে স্টেডিয়ামের নকশা প্রধানমন্ত্রী অনুমোদন দিয়েছেন। এর পাশেই আরও একটি আন্তর্জাতিক ফুটবল স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হবে। সরকার বিশ্ব দরবারে কক্সবাজারকে স্পোর্টস ট্যুরিজমের একটি হাব (hub) হিসেবে পরিগণিত করতে চায়।

 যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের তত্ত্বাবধানে ১৩ কোটি ৫৮ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হবে ইনডোর স্টেডিয়ামটি। আধুনিক এই স্টেডিয়ামে ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবলসহ সকল ধরনের ইনডোর খেলার ব্যবস্থা থাকবে। স্টেডিয়ামটিতে দর্শক আসন সংখ্যা রয়েছে প্রায় ৫ শতাধিক। এছাড়া স্টেডিয়ামটিতে শরীরচর্চার জন্য জিম (ব্যায়ামাগার) থাকছে।

 এছাড়া, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে কক্সবাজার বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়ন কাজে ব্যয় হবে ৭ কোটি ৩২ লাখ টাকা। এ কাজের মধ্যে রয়েছে নতুন গ্যালারি নির্মাণসহ বাউন্ডারি ওয়াল, অভ্যন্তরীণ ড্রেনেজ ব্যবস্থা, ওয়াকওয়ে ও মাঠের উন্নয়ন।

 জেলা প্রশাসক ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি মোঃ মামুনুর রশীদের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন কক্সবাজার সদর-রামু আসনের সংসদ সদস্য সাইমুম সরওয়ার কমল, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আখতার হোসেন, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মোঃ মাসুদ করিম ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক প্রমুখ ।

#

আরিফ/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/২২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৩২

টেকসই নির্মাণে প্রয়োজন প্রশিক্ষিত শ্রমিক

 -- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী

ঢাকা, ১৮ ফাল্গুন (৩ মার্চ) :

 দেশে সকল ভৌত অবকাঠামোসহ অন্যান্য কর্মকান্ড টেকসই করতে প্রশিক্ষিত দক্ষ নির্মাণ শ্রমিক প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম।

 আজ ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে দক্ষ শ্রমিক বিনির্মাণে এলজিইডি নির্মিত ‘নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র’ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী একথা জানান।

 মন্ত্রী বলেন, দেশ উন্নয়নের পথে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। দেশে প্রচুর অবকাঠামো নির্মাণ হচ্ছে। এসব কর্মকাণ্ড টেকসই করার লক্ষ্যে প্রয়োজন দক্ষ প্রকৌশলী, ঠিকাদার এবং নির্মাণ শ্রমিক। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক স্থাপিত নির্মাণ দক্ষতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দক্ষ শ্রমিক নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

 তাজুল ইসলাম বলেন, যে সকল শ্রমিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন তাদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সার্টিফিকেট দেয়া হবে। এই সার্টিফিকেট দিয়ে তারা যেন দেশ ও দেশের বাইরে কাজ করার পাশাপাশি দক্ষ শ্রমিক হিসেবে চিহ্নিত হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে।

 মন্ত্রী আরো বলেন, অনেক ছেলে-মেয়ে চাকরি না করে ঠিকাদারি হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রকৌশলীগণ বিভিন্ন বিশ^বিদ্যালয় ও কলেজ হতে লেখা-পড়া করে আসেন কিন্তু যারা ঠিকাদার হিসেবে কাজ করেন বা নির্মাণ কাজের সাথে শ্রমিক হিসেবে জড়িত হন তাদের কোন ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ থাকে না। তাদেরকে যদি পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে দেশে অনেক নতুন ঠিকাদার তৈরি করা সম্ভব।

 উল্লেখ্য, স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর একান্ত ইচ্ছায় এবং নির্দেশনায় এলজিইডির আওতায় প্রথমবারের মতো একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অর্থাৎ নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেলো। ২০৪১ সালের ভিশন অনুযায়ী উন্নত দেশ গড়ার উপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

 স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ। এছাড়া, স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মেসবাহ উদ্দিন এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান, ডঃ মোঃ মোরাদ হোসেন মোল্ল্যাসহ এলজিইডির সকল অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক, জেলা নির্বাহী প্রকৌশলীগণ কর্মকর্তাবৃন্দ ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন।

#

হায়দার/রোকসানা/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২১১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৩১

**লক্ষ্মীপুরের পোড়াগাছায় বঙ্গবন্ধু স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণে বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের অনুমোদন**

ঢাকা, ১৮ ফাল্গুন (৩ মার্চ) :

 লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার পোড়াগাছা গুচ্ছগ্রাম এলাকায় বঙ্গবন্ধু স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের জন্য 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট'-এর অনুমোদন লাভ করেছে ভূমি মন্ত্রণালয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট'-এর ট্রাস্টি বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।

 আজ সচিবালয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় এ তথ্য জানানো হয়।

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর নির্দেশে লক্ষ্মীপুরের সোনাপুর-রামগতি সড়কের পাশে, স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের প্রচলিত ধারণার বাইরে, বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত চর পোড়াগাছায় একটি আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত মুজিববর্ষ স্মারক গুচ্ছগ্রাম নির্মাণ করে এর প্রবেশ পথে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করার পরিকল্পনা নিয়েছিল ভূমি মন্ত্রণালয়। এর জন্য বঙ্গবন্ধু স্মৃতিস্তম্ভ ও আপগ্রেডেড গুচ্ছগ্রাম নির্মাণের লক্ষ্যে একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছিল।

 উল্লেখ্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে সরকারি সফরে বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চর পোড়াগাছা নামক স্থান পরিদর্শন করেন। উক্ত পরিদর্শনে তিনি এ অঞ্চলের ভূমিহীন, নদীভাঙা ও দুস্থ মানুষের উন্নয়নে গুচ্ছগ্রাম স্থাপনের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন এবং নিজ হাতে মাটি কেটে কিল্লা (উঁচু মাটির ঢিবি যাতে বন্যা বা জলোচ্ছ্বাসের সময় মানুষ ও গবাদিপশু আশ্রয় নিতে পারে) স্থাপন কাজের উদ্বোধন করেন। পরবর্তীতে ওই এলাকায় বেশ কয়েকটি গুচ্ছগ্রাম স্থাপন করা হয় যার মধ্যে চর পোড়াগাছা অন্যতম।

 ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ মোস্তফা কামাল, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ তসলীমুল ইসলাম-সহ ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাভুক্ত দপ্তর/সংস্থার প্রধান-সহ বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

 কমিটির পরিকল্পনা অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু স্মারক গুচ্ছগ্রামের অভ্যন্তরে স্থানীয় জনগণের চলাচলের জন্য পাকা রাস্তা নির্মাণ করা হবে। গ্রামের এক প্রান্তে একটি শিশু পার্কের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। স্থানীয় জনগণের স্বাস্থ্যসেবার বিষয়টি চিন্তা করে একটি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা রাখা হয়েছে। গুচ্ছগ্রামের বর্তমান মডেলের পরিবর্তে ভূমি মন্ত্রণালয় বঙ্গবন্ধু স্মারক গুচ্ছগ্রামের মডেলটি ভবিষ্যতে প্রণিতব্য ডিপিপি (উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব)-তে অন্তর্ভুক্ত করে দেশব্যাপী আধুনিক গুচ্ছগ্রাম সৃজনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

#

নাহিয়ান/রোকসানা/সাহেলা/রফিকুল/সেলিম/২০২১/২১০০ ঘণ্টা

​

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৩০

**পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখছে বিএসটিআই**

 **-- শিল্পমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ ফাল্গুন (৩ মার্চ) :

 বিএসটিআই’র বাধ্যতামূলক মান সনদের আওতাভুক্ত পণ্যের তালিকায় নতুন দু’টি পণ্য (সোলার মডিউল/প্যানেল ও ইনভার্টার) অন্তর্ভুক্তিকরণ; বাধ্যতামূলক পণ্য হিসেবে নতুন অন্তর্ভুক্ত ৪৩টি পণ্যের পরীক্ষার ফি অনুমোদন; আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ে বিএসটিআই’র নতুন অফিস স্থাপন ও জনবল বৃদ্ধি; কুমিল্লা, কক্সবাজার, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ কার্যালয়ের পদার্থ ল্যাব স্থাপনের বিষয়েও বিএসটিআই কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত হয়। আজ বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) এর ৩৫তম কাউন্সিল সভায় এ সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়।

 শিল্পমন্ত্রী ও বিএসটিআই কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এতে সভাপতিত্ব করেন।

 মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যে মর্যাদা অর্জন করেছে, সে ধারা অব্যাহত রাখতে বিএসটিআইকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে এবং পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। অভ্যন্তরীণ বাজার এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করা এবং মানসম্মত পণ্য উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে হবে। তিনি আরো বলেন, বর্তমান বিশ্বে হালাল পণ্যের সার্টিফিকেশন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বিএসটিআইকে পণ্যের হালাল সার্টিফিকেশনের ক্ষেত্রে গুণগত মান ঠিক রেখে এগিয়ে যেতে হবে। তৃণমূল থেকে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে মান সম্মত পণ্য উৎপাদনে বিএসটিআইকে নিবিড় পর্যবেক্ষণ করার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

 কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান ও শিল্পসচিব কে এম আলী আজম বলেন, শিল্প সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও মানসম্মত পণ্য তৈরি নিশ্চিত করতে বিএসটিআই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কাজেই ভোগ্যপণ্যসহ অন্যান্য পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতে বিএসটিআই এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তরিকতার সাথে নিরলসভাবে কাজ করতে হবে।

 বিএসটিআই কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান ও শিল্পসচিব কে এম আলী আজম, বিএসটিআই এর মহাপরিচালক ও কাউন্সিলের সদস্য সচিব ড. মোঃ নজরুল আনোয়ার উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, সভায় শিল্প, স্বরাষ্ট্র, অর্থ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, বাণিজ্য, বস্ত্র ও পাট, তথ্য, কৃষি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ, আইসিটি মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, তথ্য অধিদফতর, বাংলাদেশ টেলিভিশন, কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বিসিএসআইআর, আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রক, ইপিবি এবং এফবিসিসিআই, এমসিসিআই, ক্যাবসহ কাউন্সিলের সদস্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। বিএসটিআই’র মহাপরিচালক ও কাউন্সিলের সদস্য সচিব ড. মোঃ নজরুল আনোয়ার সভাটি পরিচালনা করেন।

#

জাহাঙ্গীর/রোকসানা/নাইচ/রফিকুল/সেলিম/২০২১/২০৫০ ঘণ্টা

​তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০২৯

**সারা দেশে গত ২৪ ঘন্টায় ১ লাখ ১৮ হাজার ৬৫৪ জনের ভ্যাকসিন গ্রহণ**

ঢাকা, ১৮ ফাল্গুন (৩ মার্চ) :

 গত ২৪ ঘন্টায় সারা দেশে মোট ১ লাখ ১৮ হাজার ৬৫৪ জন ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে পুরুষ ৭০ হাজার ৯১৪ জন এবং মহিলা ৪৭ হাজার ৭৪০ জন।

 একই সাথে সারা দেশে গত ২৭ জানুয়ারি থেকে আজ পর্যন্ত সর্বমোট ভ্যাকসিন গ্রহীতার সংখ্যা ৩৪ লাখ ৬০ হাজার ১৫৯ জন। এদের মধ্যে পুরুষ ২২ লাখ ২১ হাজার ২৬৯ জন এবং মহিলা ১২ লাখ ৩৮ হাজার ৮৯০ জন।

 উল্লেখ্য, এখন পর্যন্ত সরকার কর্তৃক তৈরিকৃত সুরক্ষা অ্যাপ এ মোট ৪৬ লাখ ৫৫ হাজার ৪৬৪ জন ব্যক্তি ভ্যাকসিন গ্রহণের জন্য নিবন্ধন করেছেন।

#

মাইদুল/রোকসানা/নাইচ/রফিকুল/সেলিম/২০২১/২০৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০২৮

**সাংবাদিক শাহীন রেজা নূরের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ ফাল্গুন (৩ মার্চ) :

 আজ কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শহিদ বুদ্ধিজীবী সিরাজউদ্দীন হোসেনের ছেলে সাংবাদিক শাহীন রেজা নূরের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন।

 এ সময় মন্ত্রী বলেন, মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের সাংবাদিক শাহীন রেজা নূরের মৃত্যুতে দেশ একজন নক্ষত্রকে হারালো।

 ড. মোমেন শাহীন রেজা নূরের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

তৌহিদুল/রোকসানা/সাহেলা/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/২০৪০ ঘণ্টা

Handout Number : 1027

**UN Secretary General on Bangladesh's graduation**

Dhaka, 3 March :

 The United Nations Secretary General [Antonio Guterres](https://en.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Guterres) recently has made the following comments on the occasion of Bangladesh’s graduation from a least developed country to a developing country.

 ‘I am delighted that Bangladesh has fulfilled the criteria for graduation from the world’s least developed countries.  This is a clear signal that the country is building an inclusive and thriving economy with a commitment to lifting millions of people from poverty and hunger. I also commend Bangladesh’s achievements in women’s empowerment and access to education.

 Graduation is a milestone.  Strong vision, national leadership, and sound policies, and programs will be crucial as Bangladesh strives to become a middle‑income country and implement the 2030 Agenda for Sustainable Development. The [United Nations](https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations) will continue to support [Bangladesh](https://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh) in this journey’.

#

Masum/Rafiqul/Rezaul/2021/1955 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০২৬

**ডেল্টাপ্ল্যান সফল করতে আরো জ্ঞানার্জন দরকার**

 **-- পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ ফাল্গুন (৩ মার্চ) :

 ডেল্টাপ্ল্যান-২১০০ সফল করতে আরো জ্ঞানার্জন দরকার। উন্নত প্রযুক্তিজ্ঞান পারে নদীর চারিত্রিক বৈচিত্র্যতা ও সমস্যা নিরসন করতে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে নতুন গবেষণা ও জ্ঞানচর্চার বিকল্প নেই।

 আজ রাজধানীর খিলক্ষেতের মাস্তুলে আন্তর্জাতিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী কর্নেল (অব.) জাহিদ ফারুক এসব কথা বলেন।

 বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম বলেন, মহান স্বাধীনতার মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এগিয়ে যাচ্ছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়। দুর্যোগ মোকাবিলায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সর্বাত্মকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

 সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে সংসদ সদস্য মোহাম্মদ হাবিব হাসান, পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এ কে এম ওয়াহেদ উদ্দিন চৌধুরী সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

 প্রসঙ্গত, পানি উন্নয়ন বোর্ডের সক্ষমতা বাড়াতে দেশের বৃহত্তম এই হাইড্রোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। হাইড্রোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট, ড্রেজিং ইনস্টিটিউট ও টাইডাল ফ্লুম নামে তিন প্রধান উপাদান থাকবে। সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার বলেন, প্রায় ৭৮৭ কোটি ৩৩ লাখ টাকার প্রকল্পটি এখন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে। ডেল্টাপ্ল্যান বাস্তবায়নে সম্মুখযোদ্ধা তৈরিতে এই ইনস্টিটিউট অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

 এ সময় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) রোকন উদ দৌলা, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) আলম আরা বেগম, যুগ্মসচিব সৈয়দা সালমা জাফরিন, প্রধান প্রকৌশলী আব্দুল মতিনসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

আসিফ/রোকসানা/সাহেলা/রফিকুল/সেলিম/২০২১/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০২৫

**প্রত্নস্থলসমূহকে সংরক্ষণপূর্বক পর্যটনবান্ধব করে গড়ে তোলা হচ্ছে**

 **-- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

মুন্সিগঞ্জ, ১৮ ফাল্গুন (৩ মার্চ) :

 সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, বিশ্বব্যাপী পর্যটকদের গন্তব্যসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রত্নস্থল ও প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যবাহী স্থানসমূহে পর্যটকদের সমাগম সবচেয়ে বেশি। সে বিষয়টি লক্ষ্য রেখে দেশের প্রত্নস্থলসমূহকে যথাযথ সংরক্ষণপূর্বক পর্যটনবান্ধব করে গড়ে তোলা হচ্ছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের রয়েছে হাজার বছরের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও ঐতিহ্য। উয়ারী-বটেশ্বরসহ মুন্সিগঞ্জের টঙ্গীবাড়ীস্থ নাটেশ্বর দেওলের প্রত্নতাত্ত্বিক খননে সেটির প্রমাণ মিলেছে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ মুন্সিগঞ্জের টঙ্গীবাড়ী উপজেলায় রঘুরামপুর প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর উদ্বোধনকালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন।

 কে এম খালিদ বলেন, অগ্রসর বিক্রমপুর ফাউন্ডেশন মুন্সিগঞ্জ জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিক্রমপুরের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংরক্ষণের লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালের ২৪ এপ্রিল যাত্রা শুরু করে এ সংগঠন। লৌহজংয়ের কনকসারে পাঠাগার স্থাপনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এর কার্যক্রম। তিনি বলেন, অগ্রসর বিক্রমপুর ফাউন্ডেশনের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো শ্রীনগরের রঘুরামপুর ও নাটেশ্বর গ্রামে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ। এসব খননে প্রাচীন বৌদ্ধবিহার আবিষ্কৃত হয়েছে, পাওয়া গেছে বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। প্রত্নতাত্ত্বিক সেসব নিদর্শন এবং সংগঠনের উদ্যোগে সংগ্রহ করা নিদর্শন দিয়েই গড়ে তোলা হয়েছে বিক্রমপুর জাদুঘর।

 এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুন্সিগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোঃ মনিরুজ্জামান তালুকদার, অগ্রসর বিক্রমপুর ফাউন্ডেশনের সভাপতি নূহ উল আলম লেনিন এবং বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও গবেষণা প্রকল্পের গবেষণা পরিচালক অধ্যাপক ড. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান।

 প্রতিমন্ত্রী এর আগে মুন্সিগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ী উপজেলার নাটেশ্বরে অগ্রসর বিক্রমপুর ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রত্নতাত্ত্বিক খনন প্রকল্পের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন।

#

ফয়সল/রোকসানা/সাহেলা/রফিকুল/সেলিম/২০২১/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০২৪

**বিএনপি’র দলাদলি-নেতিবাচক রাজনীতি না থাকলে দেশ আরো এগিয়ে যেতো**

 **-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ ফাল্গুন (৩ মার্চ) :

 ‘দেশ অনেক এগিয়ে গেছে এবং বিএনপি’র দলাদলি-নেতিবাচক রাজনীতি না থাকলে দেশ আরো অনেক দূর এগিয়ে যেতো’ বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 আজ রাজধানীতে জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন হলে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের উদ্যোগে সংগঠনের প্রয়াত সহ-সভাপতি বরেণ্য চলচ্চিত্র অভিনেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা এটিএম শামসুজ্জামানের মৃত্যুতে স্মরণ সভায় সমসাময়িক প্রসঙ্গে বিএনপি’র মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সাম্প্রতিক বক্তব্যের সূত্র ধরে তিনি একথা বলেন। তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসান বিশেষ অতিথি হিসেবে সভায় বক্তব্য রাখেন।

 তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘কাগজে দেখলাম মির্জা ফখরুল সাহেব সম্প্রতি বলেছেন, ৫০ বছরে আমরা শুধু দলাদলি করেছি, দেশ আগায়নি। আমি তাকে বলবো, ‘আপনি ঢাকা কলেজে পড়াতেন, আপনি একজন শিক্ষিত মানুষ, যদিওবা অহরহ বিএনপির পক্ষে কথা বলতে গিয়ে প্রচণ্ড অসত্য কথা বলতে হয়, কিন্তু আপনি একজন মার্জিত মানুষও বটে। আজকে যে দেশ এতদূর এগিয়ে গেছে, ভারত-পাকিস্তানসহ সারাবিশ্ব সেটি অনুধাবন করেছে আর আপনি সেটি অনুধাবন করতে পারলেন না! জাতিসংঘ সার্টিফিকেট দিয়েছে যে দেশ স্বল্পোন্নত থেকে মধ্যম আয়ের দেশ হয়েছে, খাদ্য ঘাটতির দেশ থেকে খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশ হয়েছে, ২০০৮ সালের ৬০০ ডলার মাথাপিছু আয় এখন ২০৬৯ ডলারে উন্নীত, যা ভারত এবং পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় থেকে অনেক বেশি এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪৪ বিলিয়ন ডলার যা পাকিস্তানের তিনগুণ, এই তথ্যগুলো আপনাদের কাছে নেই দেখে আমি খুব অবাক হচ্ছি।’

 ‘আসলে বিষয়টা হচ্ছে, বিএনপি যদি দলাদলি আর নেতিবাচক রাজনীতি না করতো, বাংলাদেশ যে আজকে অনেক দূর এগিয়ে গেছে, তার চেয়েও অনেক বেশি দূর এগিয়ে যেতে পারতো’ উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, ‘এই নেতিবাচক রাজনীতি যদি না থাকতো, জঙ্গিদের আশ্রয় দেয়া, স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রশ্রয় দেয়া, তাদের সাথে বসে রাজনীতি করা না হতো, তাহলে দেশ আরো বহুদূর এগিয়ে যেতে পারতো। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেবের সেই কথাটি বলা উচিত ছিল। হ্যাঁ আপনারা শুধু দলাদলি করেছেন তা নয়, আপনারা সবসময় প্রচণ্ডভাবে নেতিবাচক রাজনীতি করেছেন। এই নেতিবাচক রাজনীতি আমাদের উন্নয়ন অগ্রগতির ক্ষেত্রে চরম অন্তরায়।’

**মুশতাকের মৃত্যু অনভিপ্রেত, কিন্তু এনিয়ে মাঠ গরম করার অপচেষ্টা আরো অনভিপ্রেত**

 এ সময় মুশতাক আহমেদের মৃত্যু নিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘কারাগারে কোনো মৃত্যু অবশ্যই অনভিপ্রেত, অনাকাঙ্ক্ষিত, মুশতাক আহমেদের মৃত্যুটাও অনভিপ্রেত এবং আমি নিজেও ব্যথিত। কিন্তু এটি নিয়ে যেভাবে মাঠ গরম করার অপচেষ্টা হচ্ছে, সেটি আরো অনভিপ্রেত।’

 এ ঘটনা নিয়ে যেভাবে নানা কথা বলা হচ্ছে, পানি ঘোলা করার এ ধরণের চেষ্টায় কোনো লাভ হবে না জানিয়ে ড. হাছান বলেন, ‘এ নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি হয়েছে, কমিটির রিপোর্টে বেরিয়ে আসবে তার মৃত্যু কি স্বাভাবিক ছিল না কি কারা কর্তৃপক্ষের কোনো অবহেলা ছিল, বা অন্য কোনো কারণ ছিল কি না। সেগুলো বেরিয়ে এলে সরকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বদ্ধপরিকর।’

-২-

 কিন্তু এ নিয়ে যেভাবে কেউ কেউ ঐ আইন বাতিল করতে হবে বলছেন, তা অমূলক কারণ আইন সবার জন্য, বলেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট সমগ্র মানুষের নিরাপত্তার জন্য। সাংবাদিক, গৃহিনী, কৃষক, চাকুরিজীবীসহ সকলকে ডিজিটাল নিরাপত্তা দেয়ার জন্য। যে কারো চরিত্রহরণ করা হলে তাকে নিরাপত্তা দেয়ার জন্য এই আইন। অবশ্যই এই আইনের অপপ্রয়োগ যাতে না হয়, সেজন্য আমরা সতর্ক আছি এবং অপব্যবহার হওয়া কাম্য নয়।’

 ‘একজন সেই আইনে কারাগারে ছিলেন, তার মৃত্যু কিভাবে হয়েছে সেটি তদন্তাধীন, কিন্তু সেই সূত্র ধরে বলা হচ্ছে এই আইন বাতিল করতে হবে; নানা আইনেই তো নানাজন গ্রেপ্তার হয়, কারাগারে থাকে, তাহলে অন্য আইনে গ্রেপ্তার কারো যদি কারাগারে মৃত্যু হয়, তাহলে সেই আইনগুলোও কি বাতিল করতে হবে?’ প্রশ্ন রাখেন ড. হাছান।

 আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘বাংলাদেশে যে পক্ষগুলো আজকে এ নিয়ে মাঠ গরম করার অপচেষ্টা করছে, তাদের পেছন থেকে যারা বাতাস দিচ্ছে আর ঘাপটি মেরে বসে আছে সেগুলো হচ্ছে জঙ্গিগোষ্ঠী, স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি। এই প্রেক্ষাপটে সাংস্কৃতিককর্মীদের আরো ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। সারাদেশে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন। তাহলে আমাদের নতুন প্রজন্ম এই জঙ্গিগোষ্ঠীর হাত থেকে রক্ষা পাবে এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আমাদের দেশে নানাভাবে যে অপপ্রচার হয়, সেগুলো বন্ধ করা সহায়ক হবে।’

**এটিএম শামসুজ্জামানের প্রতি শ্রদ্ধা**

 সদ্য প্রয়াত এটিএম শামসুজ্জামানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, কখনো ভাবিনি, এই বরেণ্য অভিনয়শিল্পী এভাবে আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন। তিনি ইতোপূর্বেও বহুবার অসুস্থ হয়েছেন আবার সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। এবার তার মৃত্যু সংবাদ আমার কাছে বজ্রপাতের মতোই মনে হয়েছিল।

 পাঁচবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ও ২০১৯ সালে চলচ্চিত্রে অবদানের জন্য আজীবন সম্মাননাপ্রাপ্ত এটিএম শামসুজ্জামানের অভিনয় শৈলীকে অসাধারণ বর্ণনা করে ড. হাছান বলেন, ‘এমন শিল্পী বাংলাদেশে খুব একটা জন্ম হয়নি। তিনি আজীবন বঙ্গবন্ধুর চেতনাকে বুকে ধারণ করেছেন। বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটে ছিলেন এবং দুঃসময়ে তিনি রাজপথে থেকেছেন। ২০১৩, ১৪,১৫ সালে বিএনপি-জামাত যখন জ্বালাও পোড়াও আন্দোলন করছিল, তখন তাদের বিরুদ্ধে যে ক’জন অভিনয়শিল্পী সোচ্চার ছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন এটিএম শামসুজ্জামান। অনেক সময় অসুস্থ থাকলেও অনুরোধ করলে চলে আসতেন। আজকে তার কবিতা শুনলাম কবিতাটাও অসাধারণ লেগেছে।’

 তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসান বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় প্রয়াত এটিএম শামসুজ্জামানের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের এ স্মরণসভার উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

 বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের উপদেষ্টা চিত্ত রঞ্জন দাসের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অরুণ সরকার রানার পরিচালনায় জোটের সহ-সভাপতি স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠশিল্পী রফিকুল আলম, আওয়ামীলীগ নেতা এডভোকেট বলরাম পোদ্দার, আওয়ামী লীগ নেতা এম এ করিম, সংগঠনের সদস্য অভিনেত্রী তারিন, শাহনুর, কন্ঠশিল্পী এসডি রুবেল, অভিনেতা শাকিল খান, এটিএম শামসুজ্জামানের কন্যা কোয়েল আহমেদ, রফিকুল ইসলাম, রাসেল আহমেদ, সাংবাদিক সুজন হালদার, মানিক লাল ঘোষ, হুমায়ুন কবির মিজি, সমিরন রায়, শাহাদাত হোসেন টয়েলসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

#

আকরাম/রোকসানা/সাহেলা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/২০২৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০২৩

**অবৈধভাবে দখল হওয়া খালের দুই পাশ দখলমুক্ত করা হবে**

 **-- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ ফাল্গুন (৩ মার্চ) :

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, রাজধানীর খালসমূহের ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করার পাশাপাশি খালের দুই পাশ অবৈধভাবে দখল করে নির্মিত সকল ধরনের অবকাঠামো উচ্ছেদ করা হবে। দুই সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, কাউন্সিলর, প্রশাসনসহ সর্বস্তরের মানুষকে সাথে নিয়ে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একাজ সম্পন্ন করা হবে বলেও জানান তিনি।

 মন্ত্রী আজ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ‘অন্তর্বর্তীকালীন বর্জ্য স্থানান্তর কেন্দ্র’ (এসটিএস) এর উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা জানান।

 এর আগে, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপসকে নিয়ে সিটি কর্পোরেশনের অধীন নন্দীপাড়া ব্রিজ (জিরানী খাল), সুখ নগর ব্রিজ (খিলগাঁও-বাসাবো খাল, জিরানী খাল, মান্ডা খাল ও সেগুনবাগিচা খালের সংযোগস্থল), পাম্প স্টেশন, কমলাপুর (টিটিপাড়া) বহিগমন বিশ্বরোড কমলাপুর খাল, শ্যামপুর খাল এবং পান্থকুঞ্জ পার্ক বক্স কালভার্ট পরিদর্শন করেন মন্ত্রী।

 তাজুল ইসলাম বলেন, দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই দুই মেয়র খালসমূহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ শুরু করেছেন। শুধু তাই নয় যারা এসব খাল দখল করে দুই পাশে ভবন নির্মাণসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করেছেন সেগুলো অপসারণ করছেন।

 মন্ত্রী জানান, নগরীর সকল খাল রক্ষণাবেক্ষণ ও সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে দুই মেয়রকে নিয়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে অনেকগুলো সভা করে কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হয়েছে।

 ডেঙ্গু মশা নিধনে তাঁর মন্ত্রণালয় থেকে দুই সিটি কর্পোরেশনকে সব ধরনের সহযোগিতা দেয়ায় এ মশা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, এখন অ্যানোফিলিস ও কিউলেক্স মশা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। সবাই মিলে এই সমস্যা থেকে নগরবাসীকে পরিত্রাণ দেয়ার জন্য কাজ করতে হবে।

 এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, মানুষের মধ্যে জনসচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি ঢাকা শহরের খাল-নালা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে পারলে এসব মশার যন্ত্রণা থেকে নগরবাসীকে অনেকাংশে মুক্তি দেয়া সম্ভব।

 এ সময়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

হায়দার/রোকসানা/সাহেলা/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/ ১৯২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০২২

**ডিজিটাল ইকোনমি গড়তে স্টার্টআপরাই মূল চালিকাশক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখছে**

 **-- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ ফাল্গুন (৩ মার্চ) :

 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক বলেছেন, ডিজিটাল ইকোনমি গড়তে স্টার্টআপরাই মূল চালিকাশক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখছে। দেশে বর্তমানে ৫ হাজারের বেশি স্টার্টআপ তৈরি হয়েছে এবং তাঁরা ৩০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি বৈদেশিক বিনিয়োগ দেশে এনেছে। আইসিটি বিভাগ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করার ফলে গত ১২ বছরে দেশে এ খাতে ১৫ লাখ তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থান হয়েছে।

 আজ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের প্ল্যাটফর্ম ‘এসম্যানেজার’অ্যাপের ‘অনলাইন স্টোর’ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিগত ১২ বছরে দেশে সঠিক প্রযুক্তিগত অবকাঠামো গড়ে ওঠার কারণে ২০১৬ থেকে এ পর্যন্ত ১ কোটি ৩০ লাখ ই-ফাইল সম্পন্ন, ভার্চুয়াল কোর্টে ১ লাখ ৭০ হাজার শুনানি এবং প্রায় ৫০ হাজার জামিন শুনানি হয়েছে। তিনি বলেন, দেশ শ্রম নির্ভর অর্থনীতি থেকে প্রযুক্তি নির্ভর অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

 পলক বলেন, স্টার্টআপদের ফান্ডিং করার জন্য স্টার্টআপ বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মেধাবী ও সম্ভাবনাময়ী উদ্ভাবকদেরকে কোম্পানি থেকে অর্থায়ন করা হবে। তিনি বলেন, যত্নসহকারে প্রযুক্তিনির্ভর সেবা দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশকে উদ্যোক্তা জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

 অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন ড. মোঃ মাসুদুর রহমান, স্টার্টআপ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক টিন এফ জাবিন, সেবা প্ল্যাটফর্ম লিমিটেডের চিফ অপারেশন অফিসার ইলমুল হক সজীব, এসম্যানেজারের ভাইস প্রেসিডেন্ট এন্ড হেড অভ্ বিজনেস আবদুর রহমান তন্ময়।

#

শহিদুল/রোকসানা/সাহেলা/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/১৯২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০২১

**জাতির পিতার সমাধি সৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন**

**মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নবনিযুক্ত সচিব**

ঢাকা, ১৮ ফাল্গুন (৩ মার্চ) :

 মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নবনিযুক্ত সচিব মো. সায়েদুল ইসলাম আজ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান।

 সচিব পরে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে ফাতেহা পাঠ ও বিশেষ মোনাজাতে অংশ নেন। জাতির পিতার সমাধিসৌধে সংরক্ষিত পরিদর্শন বইয়েও স্বাক্ষর করেন সচিব মো. সায়েদুল ইসলাম।

 এ সময় বাংলাদেশ শিশু একাডেমির মহাপরিচালক জ্যোতি লাল কুরী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সাবিহা পারভীন, যুগ্ম-সচিব মো. মুহিবুজ্জামান, গোপালগঞ্জের জেলা প্রশাসক শাহিদা সুলতানা ও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

 এছাড়া, সচিব মো. সায়েদুল ইসলাম গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসনের আয়োজনে গোপালগঞ্জ সার্কিট হাউজে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভায় অংশগ্রহণ করেন।

#

আলমগীর/রোকসানা/সাহেলা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৮১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০২০

**নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারে সমন্বিত আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম প্রয়োজন**

 **-- বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ ফাল্গুন (৩ মার্চ) :

 বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারে একটি সমন্বিত আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম প্রয়োজন। সৌরবিদ্যুৎ প্রসারে ভারত বা আফগানিস্তানে বিদ্যমান সুবিধা কাজে লাগিয়ে এ অঞ্চলে সৌরবিদ্যুৎ সরবরাহ করা যেতে পারে। এজন্য প্রয়োজন গ্রিড ব্যবস্থার আধুনিকায়ন।

 বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয় থেকে অনলাইনে টীম ইউরোপ গ্রিন এনার্জি ইনিসিয়েটিভের সাথে সভাকালে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, আঞ্চলিক বা উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা বাড়াতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন নেপথ্যে অবদান রাখতে পারে। বাংলাদেশের মতো ঘনবসতি এলাকায় সৌরবিদ্যুৎ বাড়াতে এমন উন্নত প্রযুক্তি লাগবে যা অল্প জায়গায় স্থাপন করা যায়। টেকসই জ্বালানি ব্যবস্থা সৃজনের জন্য প্রয়োজন উন্নত দেশের অভিজ্ঞতা বিনিময়, পলিসি ডায়লগ ও প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ।

 নসরুল হামিদ বলেন, বর্তমানে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে ৭২২ দশমিক ১৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। নেপাল ও ভুটান থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানি করার বিষয়টি চলমান। অন্যদিকে শীতকালে নেপালে বিদ্যুৎ রপ্তানিও করা যেতে পারে। ২০৩০ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্য নিয়ে সরকার কাজ করছে। ৫ দশমিক ৮ মিলিয়ন সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে, যার অর্ধেক মূল্য সরকার পরিশোধ করেছে। তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম (CVF)-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় বাংলাদেশ গ্রিন ও ক্লিন এনার্জির প্রসারে আরো নিবেদিত হয়ে কাজ করছে। এনার্জি ট্রানজিশনের এই পর্যায়ে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য খাতের প্রসারে কারিগরি ও আর্থিক বিনিয়োগ করে সহযোগিতা করতে পারে।

 ভার্চুয়াল সভায় অন্যান্যের মধ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব মোঃ হাবিবুর রহমান, ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি Dario Trombetta; Koen Everaert; Tanzina Dilshad; Chiara Vidussi; রয়েল নরওয়ে অ্যাম্বাসির Kristin T. Waeringsaasen; সুইডেন অ্যাম্বাসির Mahbubur Rahman; Marcus Johannesson; ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক নয়া দিল্লির Donal Cannon; কেএফডাব্লিউ-এর Anirban Kundu; জিআইজেড-এর Angelika Fleddermann; Mudabbir Anam; জার্মান অ্যাম্বাসির Shaikh Mahmudul Ahsan এবং ইআইবি-এর Katrin Bock সংযুক্ত ছিলেন।

#

আসলাম/রোকসানা/মাসুম/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০১৯

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৮ ফাল্গুন (৩ মার্চ) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৬ হাজার ৪১৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৬১৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৫ লাখ ৪৭ হাজার ৯৩০ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ৫জন-সহ এ পর্যন্ত ৮ হাজার ৪২৮ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৪ লাখ ৯৯ হাজার ৬২৭ জন।

#

হাবিবুর/রোকসানা/মাসুম/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৭২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০১৮

**বন্যপ্রাণী রক্ষায় সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে**

 **-পরিবেশ ও বনমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ ফাল্গুন (৩ মার্চ) :

 পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, বন্যপ্রাণী রক্ষায় সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে। বাঘ, হাতি, হরিণসহ অন্যান্য বন্যপ্রাণী রক্ষায় সংরক্ষিত ও প্রাকৃতিক বনাঞ্চল হতে গাছ কাটা বন্ধ করা এবং আইন ও বিধিমালা যুগোপযোগীকরণসহ বিভিন্ন কার্যকরী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।  তিনি হাতি নিধন রোধ ও সুন্দরবন অঞ্চলে কীটনাশক দিয়ে মাছ শিকার বন্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে প্রধান বন সংরক্ষককে নির্দেশ দেন।

 আজ বন অধিদপ্তরে ‘মানুষ ও পৃথিবী বাঁচাতে : বন ও জীবিকা’ প্রতিপাদ্য ধারণ করে বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস-২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 বন্যপ্রাণী রক্ষায় বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন যৌথ উদ্যোগের উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, উভয় সুন্দরবনের বাঘ সংরক্ষণ, বাঘ ও শিকারি প্রাণী পাচার বন্ধ, দক্ষতা বৃদ্ধি, মনিটরিং ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য একটি প্রটোকল ও একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে।  হাতি ও অন্যান্য বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণ ও করিডোরের মাধ্যমে বন্য হাতির নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। আন্তঃদেশীয় হাতি সংরক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি প্রোটোকল স্বাক্ষরিত হয়েছে।  বাঘ, হাতি ও কুমিরের আক্রমণে নিহত বা আহত মানুষের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য নিহত ব্যক্তির পরিবারকে এক লাখ ও আহত ব্যক্তির পরিবারকে ৫০ হাজার টাকা করে প্রদান করা হচ্ছে। ২০১০ সাল থেকে এ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ৯৬১ জনকে প্রায় ৩.৭১ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে। এ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

 বনমন্ত্রী বলেন, বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে ২০২০ সালে প্রায় তিন হাজার বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী উদ্ধার করে প্রাকৃতিক পরিবেশে অবমুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ৪৬ জন অপরাধীকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড করা হয়েছে। বন্যপ্রাণী শিকার ও পাচার বন্ধে এ সংক্রান্ত অপরাধ দমনে সমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনাকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে সরকার ৪৯টি এলাকাকে ‘রক্ষিত এলাকা’ ঘোষণা করেছে। বন্যপ্রাণীর বংশবিস্তার ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে কক্সবাজার ও গাজীপুরে ২টি সাফারি পার্ক স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া মৌলভীবাজার জেলার জুড়ি উপজেলায় ১টি নতুন সাফারি পার্ক স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী ও তাদের আবাসস্থল সংরক্ষণে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য দেশব্যাপী নানাবিধ সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

 পরিবেশ মন্ত্রী বলেন,  বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকে জাতীয়ভাবে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ‘বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন’ প্রবর্তন করা হয়েছে।  বন্যপ্রাণী বিষয়ক অপরাধ নিরসনের লক্ষ্যে ‘অপরাধ উদঘাটনে তথ্য প্রদানকারীকে পুরস্কার প্রদান বিধিমালা, ২০২০’ জারি করা হয়েছে। সম্প্রতি সরকার ‘মহাবিপন্ন’ শকুন রক্ষায় ‘কিটোপ্রোফেন’ জাতীয় ব্যথানাশক ওষুধের উৎপাদন বন্ধ করে ‘ম্যালোক্সিক্যাম’ নামে একটি ওষুধ ব্যবহারের পরামর্শ প্রদান করেছে। বনমন্ত্রী বলেন, প্রায় ১১৬৩ প্রজাতির বৈচিত্র্যময় প্রাণীর আবাসভূমি আমাদের বাংলাদেশ। বিগত একশ বছরে আমাদের দেশ থেকে হারিয়ে গেছে ৩১ প্রজাতির বন্যপ্রাণী। আমাদের টিকে থাকার জন্য বন ও বন্যপ্রাণীর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে বন, বনজ সম্পদ ও প্রাণীকূলকে রক্ষা করতে হবে।

 আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মন্ত্রণালয়ের উপ-মন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহার, সচিব জিয়াউল হাসান, অতিরিক্ত সচিব মাহমুদ হাসান; প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মুকিত মজুমদার বাবু এবং আইইউসিএন, বাংলাদেশ এর কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ রাকিবুল আমীন প্রমুখ। গাজীপুর শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার এর পরিচালক মোঃ জাহিদুল কবির এবং অধ্যাপক  ড. এম মুনিরুল এইচ  খান  দুটি প্রজেন্টেশন দেন এবং বন সংরক্ষক মিহির কুমার দে স্বাগত  বক্তব্য রাখেন।

 সুন্দরবনে বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষায় পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার  জন্য পরিবেশ,  বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী অনুষ্ঠানে প্রধান বন সংরক্ষকের হাতে ড্রোন তুলে দেন।

#

দীপংকর/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শামীম/২০২১/১৬০১ ঘণ্টা

​তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০১৭

**ভ্যাকসিন প্রদানে স্বাস্থ্যখাত যথেষ্ট সফলতা দেখিয়েছে**

 **-স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ ফাল্গুন (৩ মার্চ) :

 স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, গত এক মাস দেশব্যাপী ভ্যাকসিন প্রদানের সাফল্যে বাংলাদেশের প্রশংসা কেবল দেশেই নয়, বিদেশ থেকেও হয়েছে। এখন পর্যন্ত দেশের ৪৫ লাখ ৭৭ হাজারেরও বেশি মানুষ ভ্যাকসিন নিতে রেজিস্ট্রেশন করেছে এবং ইতোমধ্যেই ৩৩ লাখ ৪১ হাজারেরও বেশি মানুষ ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছে। দেশের ১ হাজার ৭টি ভ্যাকসিন বুথে পর্যাপ্ত ভ্যাকসিন পাঠানো হয়েছে। আগামী জুলাই পর্যন্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মাধ্যমে কোভ্যাক্স এর ১ কোটি ৯ লাখ ভ্যাকসিনসহ মোট ৪ কোটি ভ্যাকসিন প্রদানের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ভ্যাকসিন প্রদানে বিশ্বের বহু দেশ এখনও হিমশিম খাচ্ছে। কিন্তু দেশের স্বাস্থ্যখাত এক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত যথেষ্ট সফলতা দেখিয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে পারলে আগামীতেও ভ্যাকসিন প্রদানে দেশের সুনাম অক্ষুন্ন থাকবে।

 আজ সচিবালয়ে ‘কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ডিপ্লয়মেন্ট ও ব্যবস্থাপনা’ বিষয়ে এক বিশেষ সভায় সভাপতির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 ভ্যাকসিন প্রদানে ভবিষ্যতে যাতে কোন রকম সমন্বয়হীনতা দেখা না দেয় সেজন্য প্রতি ১৫ দিন পর পর সচিবালয়ে অন্তত একটি করে ভ্যাকসিন আপডেট সভা করা হবে বলে জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী। পরবর্তী ধাপে দেশের সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট একটি অংশসহ দেশে থাকা বিদেশি নাগরিকদের, বিভিন্ন বন্দরে কর্মরত ব্যক্তিদের, দেশের পাঁচ তারকা হোটেলে কর্মরত ব্যক্তিদেরকেও ভ্যাকসিন প্রদান করা হবে বলে জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী। আগামীতে আরো ভ্যাকসিন ক্রয় করতে বিশ্বের বিভিন্ন সহযোগী সংস্থাসমূহ প্রায় সাড়ে ৩ হাজার মিলিয়ন ডলার অর্থ সহায়তা প্রদানে আগ্রহ দেখিয়েছে বলেও স্বাস্থ্যমন্ত্রী এসময় উল্লেখ করেছেন। ভবিষ্যতে পর্যাপ্ত ভ্যাকসিন হাতে চলে এলে ভ্যাকসিন প্রদানে ৪০ বছরের বাধ্যবাধকতা কমিয়ে আনা হতে পারে বলেও স্বাস্থ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

 এসময় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মো. আবদুল মান্নান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. এ বি এম খুরশীদ আলম, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোঃ মাহবুবুর রহমানসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

মাইদুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কুতুব/২০২১/১৬৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০১৬

দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদের বৈধতা

**কোন আদেশ জারি করেনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়**

ঢাকা, ১৮ ফাল্গুন (৩ মার্চ) :

 ‘১১-০৪-২০১৬ পর্যন্ত দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদের বৈধতা দেয়া হচ্ছে’ মর্মে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়, মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে কোন আদেশ জারি করা হয়নি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য হলো:

 ‘দারুল ইহসানের সনদের বৈধতা দেয়ার বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এখনও কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি।
 ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭৮.৩১.০০১.১৯.৩৪ নং স্মারকে ‘দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক মাহমুদ আহমেদের অনুকূলে বৈধ ২৯ টি ক্যাম্পাসের সকল শিক্ষার্থীর সনদের বৈধতা প্রদানের সম্মতি দেয়া গেল এবং একই সাথে শিক্ষার্থীদের মূল সনদ ইস্যু কার্যক্রম পরিচালনা পর্ষদের ৩ জনের তালিকা প্রস্তাব প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো’ বক্তব্যে যে আদেশটি গণমাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে সেটি ভুয়া। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এই রকম কোন আদেশ জারি করা হয়নি এবং ওয়েব সাইটেও প্রকাশ করা হয়নি। এই ভুয়া আদেশের প্রেক্ষিতে কেউ যেন কোন ধরনের অনৈতিক সুবিধা না নিতে পারে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন থাকতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

 দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত হলো, মামলা সংক্রান্ত কারণে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের হালনাগাদ প্রতিবেদন প্রেরণের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়েছে এবং এই সংক্রান্ত একটি আদেশ ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছিল।

 উল্লিখিত বিষয় বিবেচনা করে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদের বৈধতা দেয়া সংক্রান্ত গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের প্রেক্ষিতে যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে তা নিরসনে গণমাধ্যমকে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখার জন্য আহ্বান জানানো হলো।’

#

খায়ের/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শামীম/২০২১/১৫৫৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০১৫

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ব্যাখ্যা

**প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা নেই**

ঢাকা, ১৮ ফাল্গুন (৩ মার্চ) :

 গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও এর অধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের কাজে মন্থর গতি উল্লেখ করে সাম্প্রতিক সময়ে কতিপয় দৈনিক পত্রিকা ও অনলাইন পোর্টাল সংবাদ প্রকাশ করেছে, যা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রণালয়ের ব্যাখ্যা হলো:

 গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্ত্রণালয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ মন্ত্রণালয় সরকারি অবকাঠামো ও আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ কাজ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে করে আসছে। সাম্প্রতিক কোভিড-১৯ মহামারির কারণে চলমান অচলাবস্থার মধ্যেও মন্ত্রণালয় ও এর অধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অত্যন্ত দক্ষতা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্বপালন করে যাচ্ছেন।

 ২০২০ সালের মার্চ মাসে করোনা মহামারির কারণে সরকার সারাদেশে লকডাউন ঘোষণা করলে দেশের সকল কার্যক্রম কিছুটা বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও এর অধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের কাজও স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা বিঘ্নিত হয়। তাছাড়া মামলাজনিত কারণ, ভূমি অধিগ্রহণে বিলম্ব, সাইট পরিবর্তন, প্রকল্প স্থানে বিদ্যমান অবকাঠামো অপসারণজনিত কারণ ও স্থাপত্য নকশা পরিবর্তন ও পরিমার্জনের কারণেও প্রকল্প বাস্তবায়নে বাড়তি সময়ের প্রয়োজন হয়। ফলে আপাতদৃষ্টিতে প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা মনে হলেও তা প্রকৃত চিত্র নয়। প্রকৃতপক্ষে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি যথেষ্ট সন্তোষজনক।

 ২০২০ সালে সরকার ঘোষিত লকডাউন এর মধ্যেও এ মন্ত্রণালয় ও এর অধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ চালু রাখা হয়েছে। জরুরি কাজের স্বার্থে লকডাউনকালীন সময়েও সীমিত পরিসরে অফিস চালু রাখা হয়েছে।

 প্রধানমন্ত্রীর যোগ্য নেতৃত্বে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সফলতার ন্যায় এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমও যথেষ্ট সন্তোষজনক। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত জাতীয় অগ্রগতি যেখানে ২৩.৮৯ শতাংশ সেখানে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এই অগ্রগতি ২৮.০৮ শতাংশ। সুতরাং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও এর অধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার কাজে মন্থর গতির কোন প্রশ্নই ওঠে না।

 কাজের গুণগত মান অক্ষুন্ন রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের শতভাগ কাজ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে মোট আটটি পরিদর্শন টিম গঠন করা হয়েছে। এই পরিদর্শন টিম বিভিন্ন প্রকল্প এলাকা নিয়মিত পরিদর্শন করে যাচ্ছে এবং কাজের অগ্রগতি সার্বক্ষণিক মনিটর করছে।

 এ বিষয়ে সংবাদ পরিবেশনে ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট সকলে আরো দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিবেন এবং বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে সঠিক তথ্য জনগণের কাছে তুলে ধরবেন বলে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় প্রত্যাশা করে।

#

রেজাউল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শামীম/২০২১/১৫৪৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী        নম্বর : ১০১৪

**‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ প্রতিযোগিতা**

**গতকালের বিজয়ীদের তালিকা**

ঢাকা, ১৮ ফাল্গুন (৩ মার্চ) :

          জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত গতকালের অনলাইনভিত্তিক ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ প্রতিযোগিতার স্মার্টফোন বিজয়ী পাঁচজন হলেন : ঢাকার শৈবাল চৌধুরী, ঢাকার মাশরাফি রহমান, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মো. তোফাজ্জল হোসেন টিপু, ঢাকার আশরাফুল আলম এবং গাইবান্ধার মো. জাকির হোসেন জাহিদ।

 গতকালের কুইজে ৬৩ হাজার ২৪০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিলেন।

          স্মার্টফোন বিজয়ী পাঁচজনসহ ১০০ জিবি মোবাইল ডাটা বিজয়ী ১০০ জনের ছবিযুক্ত নামের তালিকা
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ওয়েবসাইট [https://mujib100.gov.bd](https://mujib100.gov.bd/) অথবা [https://quiz.priyo.com](https://quiz.priyo.com/) থেকে জানা যাবে।

#

মোহসিন/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/আসমা/২০২১/১৩২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০১৩

**বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার সহসভাপতি কর্মবীর ভদন্ত জিনানন্দ মহাথের এর**

**জাতীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আয়োজন উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৮ ফাল্গুন (৩ মার্চ) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৪ মার্চ বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার সহসভাপতি কর্মবীর ভদন্ত জিনানন্দ মহাথের এর জাতীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আয়োজন উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “চট্টগ্রামের লোহাগড়া উপজেলার মহাবোধি বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার সহ-সভাপতি কর্মবীর ভদন্ত জিনানন্দ মহাথের এর জাতীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আমি তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

 বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। এদেশের মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় মিলেমিশে সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে বসবাস করে যাচ্ছে। হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়তে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। বাংলাদেশের চলমান উন্নয়ন আজ বিশ্ববাসীর কাছে দৃশ্যমান। এ দেশের বৌদ্ধধর্মের অনুসারীরা দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নসহ সকল প্রকার কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে আসছেন। বাংলাদেশ মহান স্বাধীনতা লাভে বৌদ্ধ জনসাধারণ ও বৌদ্ধ ভিক্ষু অসামান্য অবদান রেখেছেন। এ দেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে মিশে আছে হাজার বছরের বৌদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা আবহমানকাল ধরে পাশাপাশি বসবাস করে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন। এ সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বন্ধনকে সমুন্নত রাখতে বৌদ্ধধর্মীয় গুরুদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

 কর্মবীর ভদন্ত জিনানন্দ মহাথের অসাম্প্রদায়িক চেতনা ধারণ করে মানবতার কল্যাণে আজীবন কাজ করে গেছেন। তিনি অনেক শিক্ষা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। দেশ-বিদেশে সংঘ সমাজ ও গৃহী সমাজের ঐক্য, সংহতি, সৌহার্দ্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় তিনি সারা জীবনে ধর্মবাণীর মাধ্যমে উপদেশ দিয়েছেন।

 কর্মবীর ভদন্ত জিনানন্দ মহাথের এর জাতীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষ্যে ‘জিনানন্দ দ্যুতি’ স্মারক গ্রন্থটির মাধ্যমে জাতীয় জীবনে তাঁর অবদান সম্পর্কে মানুষ জানতে পারবে। এ সুন্দর উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

 আমি এ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/আসমা/২০২১/১১০০ ঘণ্টা